



224758 - বাবা-মা সন্তানদরে আনুগত্য, সদাচরণ ও দোয়া পাওয়ার অধিকার রাখতে, যদিও তারা প্রতিপালন ও ভরণপোষণে কসুর করে

---

প্রশ্ন

আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আর মমতায় তাদের প্রতি বশ্যতার ডানা নত করে দিবে (তাদের সাথে বিনীত আচরণ করবে) আর বলবে: ‘হে আমার রব! আমার পতিমাতার প্রতি দয়া করুন, যমেন তারা আমাকে ছোট থাকতে (দয়া দিয়ে) লালনপালন করছেন’।” আমি এক ব্যক্তির কাছ থেকে শুনছি যাকে আমি জ্ঞানের ক্ষেত্রে নরিভরযোগ্য মনে করি না; যে পতি বা মাতা তার সন্তান প্রতিপালনে ভূমিকা রাখেনি, তার জন্য তাদের প্রতি আনুগত্য, সদাচরণ ও দোয়া করা আবশ্যিক নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: “যমেন তারা আমাকে ছোট থাকতে লালনপালন করছেন।” আমি এ বক্তব্যের সঠিকতা জানতে পারিনি। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা কি সঠিক? সালাফের মাঝে কউে কি এমন কথা বলেছেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আলমেরা ছাড়া অন্য কারো থেকে জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত নয়। আলমেরা যতদনি আছে ততদনি জ্ঞানও থাকবে। আল্লাহ যদি জ্ঞান ছনিয়ে নতি চান তিনি আলমেদরে নিয়ে যাবেন। ইমাম মুসলিম তার ‘সহীহ’ বইয়ের ভূমিকায় (১/১৪) মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: “নিশ্চয় এই জ্ঞান দ্বীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রাখো কার কাছ থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।”

দুই:

বাবা-মা সন্তানদের সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার; যদিও বাবা-মা সন্তান প্রতিপালন ও ভরণপোষণে কসুর করে।

সন্তানদের অধিকার নষ্ট করা ও এতে অবহলো করা একটা গুনাহর কাজ; যার জন্য ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হবে, শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু এটার কারণে বাবা-মায়ের অবাধ্য হওয়া বধৈ নয়; যটো অন্যতম বড় কবীরা গুনাহ।

সন্তানদের অধিকার আদায়ে বাবা অবহলো করলেই যদি ছলেরে জন্য বাবার অধিকার আদায়ে কসুর করা বধৈ হয়ে যতে; তাহলে

মুসলিমদের ঘরগুলো নষ্ট হয়ে যেতে। ন্যূনতম সংশয়রে জরে ধরে সন্তান তার বাবা-মায়েরে অবাধ্য হত। নজিরে বচিরববিচেনাকো বাবা-মায়েরে অবাধ্য হওয়ার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করত। সে বলত: আমার বাবা আমার ব্যাপারে অবহলো করছে আমাকে আমার অধিকার দেননি, আমার মা আমার ব্যাপারে অবহলো করছেন আমার ও আমার ভাইদের মাঝে ইনসাফ করেনি। এভাবে সে বাবা-মায়েরে অবাধ্য হত এবং মনে করত যে, তার উপর তাদের কোনো অধিকার নেই। এতে রয়েছে পরিবার ও সমাজের বশিষ্ঠখলা।

ইবনে বায রাহমিহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: এমন ব্যক্তির ব্যাপারে শরীয়তের বধিান কী যাকে তার বাবা (তার ভাষ্যমতে) লালন-পালন করেনি এবং কোনো ধরনের যত্ন করেনি; এমনকি শৈশবকালও নয়। অথচ তার বাবার সন্তানরে জন্ম ব্যয় করার সক্ষমতা ছিল। এমন অবস্থায় বাবার সাথে সন্তানরে সম্পর্ক বা বন্ধন টকিয়ে রাখা কী আবশ্যিক?

তিনি উত্তর দেন: “হ্যাঁ। সন্তানরে জন্ম পতির সাথে সদাচরণ করা, তার অধিকার জানা, তার প্রতি সদয় হওয়া আবশ্যিক; যদিও তার বাবা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে ও তার ব্যাপারে অবহলো করে। সেই বাবার উচিত নজিরে অবহলোর জন্ম আল্লাহর কাছে তাওবা করা। সন্তান প্রতিপালনে কসুর করার জন্ম তাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। কিন্তু সটোর কারণে সন্তানরে জন্ম পতির অবাধ্য হওয়া বধি হয় যে যায় না। বরং সন্তানরে ওপর ওয়াজবি পতি-মাতার সদব্যবহার করা; যদিও তারা তার ব্যাপারে কসুর করে। আল্লাহ তাআলা লোকমানরে ঘটনা বর্ণনা করার সময় কাফেরদের ব্যাপারে বলেন: “দুনিয়ায় তাদেরকে সটোহারদ্যের সাথে সঙ্গ দবি।” (অর্থাতঃ) যদিও তারা দুইজন (পতি-মাতা) কাফরে হয়।

সুতরাং সন্তানরে উপর ওয়াজবি পতি-মাতার সাথে সদাচরণ করা, তাদের প্রতি সদয় হওয়া, তাদের প্রতি কামেল হওয়া এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা; যদিও তারা তার অধিকার পালনে অবহলো করে।” শাইখরে ওয়েবেসাইট থেকে সমাপ্ত।

আর আল্লাহর বাণী: “আর মমতায় তাদের প্রতি বশ্যতার ডানা নত করে দবি (তাদের সাথে বনীত আচরণ করবে) আর বলবে: ‘হে আমার রব! আমার পতিমাতার প্রতি দিয়া করুন যমেনভাবে তারা আমাকে ছোট থাকতে (দয়া দিয়ে) লালনপালন করছেন’।” [আল-ইসরা: ২৪]

এটা স্বাভাবিক লোকাচার; তথা বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে প্রতিপালন করেন। তাই সন্তানরে দায়িত্ব হল তাদের জন্ম রহমতরে দোয়া করা। নিয়ামতরে বপিরীতে কৃতজ্ঞতা মাধ্যমে। আর এই অবস্থার ব্যতিক্রম (পতি-মাতা প্রতিপালন করে না এমন) খুব কমই ঘটে। ব্যতিক্রমরে ভিত্তিতে বধিান প্রযোজ্য হয় না।

প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তার বক্তব্যরে উপরে কয়িস করলে এটাও দাঁড়ায়: সন্তান জন্ম দিয়ে বাবা-মা বা তাদের কোনো একজন মারা গেলে তারা এই সন্তানরে রহমতরে দোয়া পাওয়ার অধিকার রাখে না। কারণ তারা ছোটবেলা থেকে তাকে প্রতিপালন করেনি। যারা ছোটবেলা থেকে তার প্রতিপালন করেছে এবং তার ভরণ-পোষণ দিয়েছে তারাই তার দোয়া পাওয়ার বেশি হকদার। এমন কথা কউে বলে না।



আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।